৪। বাচনিক জ্ঞানের বা জ্ঞান প্রকাশক বাক্যের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তসমূহ (Necessary and sufficient conditions of propositional knowledge) ঃ

অবধারণ (Judgement) ভাষায় প্রকাশ হলে তাকে বলে বচন। বচনই জ্ঞানের মূল একক। বাচনিক জ্ঞান বলতে বোঝায় বচনে বর্ণিত তথ্যকে সত্য বলে জানা। এখন এই বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তগুলি কি? অর্থাৎ, কি কি শর্ত পূরণ করলে বলা যাবে যে, বচনে বর্ণিত তথ্যের জ্ঞান হয়েছে? দার্শনিক আয়ারের (Ayer) অনুসরণে অধ্যাপক হসপার্স (Hospers) বাচনিক জ্ঞানের তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। যেমন, (১) সত্যতার শর্ত, (২) বিশ্বাসের শর্ত, (৩) বিশ্বাসযোগ্যতার শর্ত।

Scanned with CamScanner

(১) **সত্যতার শর্ত ঃ** বচনে যে তথ্যকে আমি জানি বলে দাবি করছি তাকে সত্য হতে হবে। কোন কিছুকে জানার অর্থই হলো তাকে সত্য বলে জানা। যেমন, আমি জানি রামের কলমটি লাল। এখানে 'রামের কলমটি লাল'—এটি জানার মধ্যেই এর সত্যতা নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'আমি জানি রামের কলমটি লাল', এবং 'রামের কলমটি লাল নয়'—এই বাক্য দুটি স্ববিরোধী। সুতরাং, সত্যতা হলো জ্ঞানের একটি শর্ত। একে বিষয়গত শর্তও বলা হয়। কারণ জানা প্রক্রিয়া বিশ্বাস করা, আশা করা বা কল্পনা করার মত নিছক মানসিক প্রক্রিয়া নয়। জানা বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই, বচনের বিষয়গত সত্যতা না থাকলে জ্ঞান হবে না। কাজেই এই শর্তটি হলো জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত।

(২) **বিশ্বাসের শর্ত ঃ** কেবলমাত্র বচনের বিষয়গত সত্যতা থাকলেই হবে না; এই বিষয়গত সত্যতার প্রতি আমার বিশ্বাস থাকতে হবে, তবেই বলতে পারবো আমি জানি। রামের কলমটি সত্যই লাল হতে হবে এবং এই সত্যতার পিছনে আমার বিশ্বাস থাকতে হবে, তবেই আমি বলতে পারবো, আমি জানি রামের কলমটি লাল। বচনের সত্যতায় আমার বিশ্বাস না থাকলে আমি জানি বলে দাবী করতে পারবো না। সুতরাং, সত্যতার শর্তের মত বিশ্বাসের শর্তও বাচনিক জ্ঞানের একটি আবশ্যিক শর্ত। এই শর্তটিকে বিষয়ীগত শর্ত (subjective condition) বলা হয়, কারণ, এতে বিষয়ী বা জ্ঞাতার মনের বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে।

(৩) **বিশ্বাসযোগ্যতার শর্ত ঃ** কোন বিষয় সত্য হলে এবং এই সত্যতায় জ্ঞাতার বিশ্বাস থাকলেই জ্ঞান হয়েছে বলে বিবেচিত হবে না। এই বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য, যুক্তি ও প্রমাণ থাকলেই তবে জ্ঞান হয়েছে বলা যাবে। বচনের বিষয়গত সত্যতার উপর জ্ঞাতার বিশ্বাস হলেই জ্ঞান হবে না। কারণ, এই বিশ্বাস তার ব্যক্তিগত মানসিক প্রত্যাশা হতে পারে। যেমন, কোন সাধারণ মানুষ যখন বলে যে, সে জানে যে, বিকালে ঝড়-বৃষ্টি হবে তখন সে তার বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্যাদি পেশ করতে পারে না। তাই তার এই বিশ্বাস জানার পর্যায়ে উন্নীত হয় না! কিন্তু যখন কোন আবহাওয়াবিদ বলেন, 'আমি জানি আজ বিকালে ঝড়-বৃষ্টি হবে' তখন তিনি এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রামাণাদি দিতে পারেন। কাজেই, তাঁর ক্ষেত্রে এটি জ্ঞান বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্যতা বা উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদি থাকা জ্ঞানের তৃতীয় আবশ্যিক শর্ত।

তবে, কি ধরনের তথ্য প্রমাণাদি থাকলে তা উপযুক্ত বলে গণ্য হবে তা বলা যায় না। কাজেই, উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদি না থাকলে জ্ঞান হলো না একথা বলা যায়, কিন্তু তা থাকলেই যে সবসময় জ্ঞান হবে তা বলা যায় না। কারণ, বিশ্বাসের সমর্থনে কি কি তথ্য প্রমাণ থাকলে তাকে জ্ঞান বলা যাবে তা নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়।

সুতরাং, সত্যতার শর্ত, বিশ্বাসের শর্ত এবং বিশ্বাসযোগ্যতার শর্ত, এই তিনটি শর্ত পৃথক পৃথকভাবে বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত। আবার, এই তিনটি শর্তের একত্র উপস্থিতি থাকলে তবেই জ্ঞান হবে। অর্থাৎ, বিষয়গত সত্যতা না থাকলে জ্ঞান হবে না।

Scanned with CamScanner

কিন্তু বিষয়গত সত্যতা থাকলেই জ্ঞান হবে এমন বলা যায় না। আবার, বিষয়গত সত্যতায় জ্ঞাতার বিশ্বাস না থাকলে জ্ঞান হবে না। কিন্তু বিষয়গত সত্যতায় বিশ্বাস থাকলেও জ্ঞান নাও হতে পারে। আবার বিষয়গত সত্যতায় বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণাদি না থাকলে জ্ঞান হবে না। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ থাকলেও জ্ঞান নাও হতে পারে। কারণ, তথ্য প্রমাণের উপযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। সুতরাং, বচনের বিষয়গত সত্যতা অথবা বিষয়গত সত্যতায় জ্ঞাতার বিশ্বাস অথবা জ্ঞাতার বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ পেশ পৃথক পৃথক ভাবে বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত। তাই, তিনটিকে একত্রে জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত বলা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

১। বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত (Necessary and sufficient conditions of propositional knowledge) ঃ

বাচনিক জ্ঞান কাকে বলে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, বাচনিক জ্ঞানই মৌলিক জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হল ঃ বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক (Necessary) এবং পর্যাপ্ত (Sufficient) শর্ত কি কি? ভিন্ন ভাষায় প্রশ্নটিকে এভাবে ব্যক্ত করা যায়—কখন বা কি কি শর্ত পূরণ হলে আমরা বলতে পারি যে, কোন ব্যক্তি কোন বচনকে জেনেছে? কোন একটি বচনের প্রতীক হিসেবে 'W' অক্ষরটি নেওয়া যাক। এখন, কোন্ কোন্ শর্ত পালিত হলে বলা যাবে যে, কোন ব্যক্তি 'W'-কে জেনেছেন? অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা 'W'-কে না জেনেও দাবী করেন যে, তাঁরা 'W'-কে জানেন। সুতরাং ভুল জানা ও সঠিক জানার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ হলে বলা যাবে যে, কোন ব্যক্তি 'W'-কে সঠিকভাবে জেনেছেন। অধ্যাপক হসপার্স (Hospers) বাচনিক জ্ঞানের তিনটি প্রধান শর্তের উল্লেখ করেছেন ঃ—

Scanned with CamScanner

(ক) বাচনিক জ্ঞানের প্রথম শর্ত ঃ (First condition of propositional knowledge : known proposition must be true) ঃ

জ্ঞাত বচনটিকে সত্য হতে হবে। একটি বচনের প্রতীক হিসেবে আমরা 'W' অক্ষরটি নিয়েছি। 'W' নামক যে বচনটিকে আমি জেনেছি, তাকে সত্য হতে হবে। 'W' সত্য না হলে 'W'-কে জেনেছি—এমন কথা বলা যায় না। একটি মূর্ত উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যাক। আমার পুত্র স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। একদিন সুজিত নামে তার এক সহপাঠী বন্ধু এসে বলল—সে জানে, 'কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে।' তার বক্তব্য থেকে এটি প্রতিপন্ন হয় যে, 'প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে' (W)—এ কথা সত্য। যদি 'প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে'-এ কথা সত্য না হয়, অর্থাৎ, যদি সত্যই প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যু না হয়ে থাকে এবং সেজন্য কলেজ বন্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা বলি যে, সুজিত সঠিকভাবে জানেই না আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে কিনা। আবার, এক্ষেত্রে অন্য একটি বিকল্পও দেখা দিতে পারে। প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যু না হওয়ার জন্য যদি বাস্তবে স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও সুজিত জিদ করে বলে—সে জানে, 'কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের মৃত্যুর জন্য আজ স্কটিশ চার্চ কলেজ বন্ধ আছে' (W), তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হব যে, 'জানা' কথাটির সঠিক ব্যবহার সুজিত জানে না। কোন বচন বা ব্যাপারকে সত্য বলে তখনই দাবী করা যায়, যখন বচনটির সত্যতায় কোন সন্দেহ থাকে না। "আমি 'W'-নামক বচনটিকে জানি, কিন্তু 'W'-বচনটি সত্য নয়"—এই জাতীয় উক্তি স্ববিরোধী। কোন বচন সত্য হলে তবেই তাকে 'জানি' বলে দাবী করা যায়। 'জানা'র এই শর্তটিকে 'বিষয়গত শর্ত' (Objective condition) বলা হয়। 'জানা' ক্রিয়াটি যে নিছক মনোগত ব্যাপার নয়, 'জানা' তার বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়,— শর্তটির মাধ্যমে এই কথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়।

কোন বচন সত্য হলে তবেই, তাকে 'জানি' বলে দাবী করা যায়

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'জানা' ক্রিয়াটির সঙ্গে 'বিশ্বাস করা', 'আশা করা', 'মনে করা', 'বিস্ময়বোধ করা' প্রভৃতি ক্রিয়ার পার্থক্য আছে।* আমি আশা করি—ইন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাবে। কিন্তু ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, ইন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে; এতে কোন স্ববিরোধিতা দেখা দেয় না। কেননা, আমার আশা থেকে একথা প্রতিপন্ন হয় না যে, আমি যা আশা করব তা আবশ্যিকভাবে সত্য হবেই। অনুরূপভাবে, আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমার বন্ধু তারকনাথ উকিল হিসেবে খুব প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল—তারকনাথ উকিল হিসেবে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এখানেও কোন স্ববিরোধিতা দেখা দেয় না। কেননা, আমার এটি বিশ্বাস ছিল; কিন্তু দেখা গেল যে, সেই বিশ্বাসটি ভুল। কিন্তু 'জানা' ক্রিয়াটি এই জাতের নয়; আমি

* In this respect, "Know" is different from other verbs like "believe", "wonder", "hope" and so on.—J. Hospers—An Introduction to Philosophical Analysis.—Page 144.

Scanned with CamScanner

যদি জানি যে, ইন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাবে, তাহলে তার দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়া মিথ্যা হতে পারে না। আসলে, বিশ্বাস করা, আশা করা, বিস্ময়বোধ করা, সন্দেহ করা এগুলি হল এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা যার থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সত্যতা অনুমান করা যায় না। কিন্তু 'জানা' শুধু মানসিক অবস্থামাত্র নয়; 'জানার' সঙ্গে জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতা জড়িত থাকে (হসপার্সের ভাষায়—Unlike wondering, believing and doubting, knowing is not merely a mental state; it requires that the proposition you claim to know is true)।

জানার সঙ্গে বিশ্বাস করা, আশা করা, মনে করা, বিস্ময়বোধ করা ইত্যাদির পার্থক্য

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম—বাচনিক জ্ঞানের প্রথম শর্ত হল, জ্ঞাত বচনটিকে সত্য হতে হবে। জ্ঞানের বিষয় সত্য না হলে সেই বিষয়ে জ্ঞান হতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় সত্য হলেও সেই বিষয়ে জ্ঞান না হতে পারে। অর্থাৎ সত্যতার শর্তটি জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। কেননা, এমন অনেক বচন আছে যেগুলি সত্য, কিন্তু আমরা জানি না। যেমন, পদার্থবিদ্য, জীববিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে এমন অনেক সত্য বচন আছে—যেগুলিকে আমাদের মত দর্শনের লোকেরা জানে না। এই বিশ্বে অনেক সত্য লুকিয়ে আছে—যেগুলিকে একজন সসীম মানুষ তার সীমিত অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে পারে না। কাজেই কোন বচন শুধুমাত্র সত্য হলেই বলা যাবে না যে, আমি বচনটি জানি বা বচনটির সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হয়েছে। জ্ঞান হতে গেলে আরও কিছু শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়।

সত্যতার শর্তটি জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত : পর্যাপ্ত শর্ত নয়

(খ) বাচনিক জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্ত ঃ সংশ্লিষ্ট বচনের সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে (Second condition of propositional knowledge : We must believe in the truth of the proposition concerned) ঃ

কোন বচন সত্য হলেই হবে না, জ্ঞাতা যদি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবেই বচনটিকে 'জানি' বলে দাবী করা যাবে। কোন একটি বচনের প্রতীক হিসেবে আমরা 'W' নামক অক্ষরটি নিয়েছি। আমি 'W'-কে জানি বলতে হলে শুধু 'W' নামক বচনটি সত্য হলেই চলবে না; আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে 'W' সত্য। বাচনিক জ্ঞানের প্রথম শর্তকে যদি 'বিষয়গত শর্ত' বলা হয়, তাহলে এই শর্তটিকে বলতে হয় 'বিষয়ীগত শর্ত' বা 'জ্ঞাতৃসাপেক্ষ শর্ত' (Subjective condition)। 'জানা' মানেই 'সত্য বলে জানা' এবং 'সত্য বলে জানা'-র মধ্যেই 'সত্য' বলে বিশ্বাস করা লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ, 'জানা'-র মধ্যেই বিশ্বাসের শর্তটি নিহিত থাকে। যদি কোন ব্যক্তি বলেন, "আমি জানি, 'W' নামক বচনটি সত্য, কিন্তু আমি একে সত্য বলে বিশ্বাস করি না", তাহলে শ্রোতারা বলবেন— এই ব্যক্তিটি 'জানা' কথাটির সঠিক অর্থ জানেন না। কেননা, এই জাতীয় উক্তি স্ব-বিরোধী (Self-Contradictory)। এমন কোন বচন থাকতে পারে না, যা একজন ব্যক্তি জানে, অথচ বিশ্বাস করেন না। তার

জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে

Scanned with CamScanner

কারণ, বিশ্বাস বা জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতায় বিশ্বাস হল জানার সংজ্ঞার্থজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য (defining characteristic)।* অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিশ্বাস না থাকলে, সেই বিষয়ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাসের শর্তটি জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোন বচনে বা কোন বিষয়ে বিশ্বাস করলেই যে তা সত্য হবে—এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি 'W' নামক বচনটিকে বিশ্বাস করি; শুধুমাত্র সেই কারণেই বলা যায় না যে 'W' নামক বচনটি সত্য হবে। 'W' নামক বচনটিকে বিশ্বাস করা তার সত্য হওয়ার সংজ্ঞার্থজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য নয়। আমাদের বিশ্বাস সত্য হতে পারে; আবার, কখনও কখনও মিথ্যাও হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী আগামী দশ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন; কিন্তু দেখা গেল, চার মাস পরে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন— এতে আমার বিশ্বাসটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হল; কিন্তু এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন স্ব-বিরোধ (Self-contradiction) নেই। দৈনন্দিন জীবনে এই জাতীয় ঘটনা প্রায়ঃশই ঘটে। আমি বিশ্বাস করি— আমার বন্ধু গণেশবাবু আজ আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসবেন; কিন্তু তিনি এলেন না। এখানেও আমার বিশ্বাসটি ভুল প্রতিপন্ন হল; সেজন্য এই বিশ্বাসটি 'জ্ঞান' পদবাচ্য হতে পারে না; তা সত্ত্বেও এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন স্ব-বিরোধ নেই। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে (sincerely) বলেন—"আমি জানি, ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ-ওষুধ খাইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল, তবে এতে আমি বিশ্বাস করি না"—তখন স্ব-বিরোধ দেখা দেয়। যখন কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বলেন, "আমি জানি, ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ-ওষুধ খাইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল", তখন এর অর্থ দাঁড়ায়— ঐ ব্যক্তি একটি বিবৃতি (১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ ওষুধ খাইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল) দিচ্ছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিবৃতিটি সত্য। কেননা, 'জানা' মানেই 'সত্য বলে জানা'; কাজেই ঐ ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে বলেন, "আমি জানি, ১৯৫৩ সালে জেলখানায় বিষ-ওষুধ খাইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল, তবে এতে আমি বিশ্বাস করি না", তখন তার অর্থ দাঁড়ায়— জেলখানায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হত্যায় ঐ ব্যক্তিটি বিশ্বাস-করেন, আবার শ্যামাপ্রসাদবাবুর হত্যায় উনি বিশ্বাস করেন না। স্পষ্টতঃই এই জাতীয় উক্তি স্ব-বিরোধপূর্ণ। কোন কিছু আন্তরিকভাবে বলার অর্থ হল—যা কিছু আন্তরিকভাবে বলা হয়, তার সত্যতায় বিশ্বাসও করা হয়।

আন্তরিকভাবে কোন কথা বলা এবং তাতে না বিশ্বাস করার মধ্যে স্ব-বিরোধ দেখা দেয়

এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। বিশ্বাসের আবার মাত্রাভেদ আছে; বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতার মাত্রা বিভিন্ন রকমের। (অধ্যাপক Hosper-এর ভাষায়—

---

*.....but there can be none which you know to be true but don't believe, since believing is a part (a defining characteristice) of knowing.—J. Hospers—An Introduction to Philosophical Analysis. Page 145.

Scanned with CamScanner

Believing seems to be a matter of degree; we can believe with various degrees of conviction.....)। আমরা অনেক সময় বলি, "আমি এটি বিশ্বাস করি; কিন্তু খুব দৃঢ়তার সঙ্গে নয়।" এখন প্রশ্ন হল— কতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করলে তবে তা বাচনিক জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্ত পূরণ করতে সক্ষম বলা যাবে? একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। এই মাত্র খবর পাওয়া গেল— আমি লটারীতে দশ লক্ষ টাকা পেয়েছি। কেউ আমাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, "আমি জানি লটারীতে দশ লক্ষ টাকা পেয়েছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" আমার এই 'বিশ্বাস না হওয়ার' ব্যাপারটি আলঙ্কারিক (rhetorical)। কেননা, ঘটনাটি অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত— যার জন্য এই ঘটনায় বিশ্বাস করতে দেরী হয়। বিশ্বাস যথারীতি করা হয়; তা নাহলে এই ঘটনা শুনে আমি বিস্মিত হতাম না। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কোন ব্যাপার জানি, অথচ মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারছি না—এই দৃষ্টান্তও বাচনিক জ্ঞানের দ্বিতীয় শর্তের বিরোধী নয়।

আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতার মাত্রাভেদ আছে

আমরা এ পর্যন্ত বাচনিক জ্ঞানের দুটি শর্তের উল্লেখ করলাম—জ্ঞাত বচনটিকে সত্য হতে হবে (বিষয়গত শর্ত) এবং বচনটির সত্যতায় জ্ঞাতাকে বিশ্বাস করতে হবে (বিষয়ীগত শর্ত)। এখন প্রশ্ন হল—উপরোক্ত দুটি শর্ত কি জানার পক্ষে পর্যাপ্ত শর্ত? ভিন্ন ভাষায় প্রশ্নটিকে এভাবে ব্যক্ত করা যায়—উপরোক্ত দুটি শর্ত পূরণ হলে কি বলা যাবে 'জ্ঞান হয়েছে'? যদি আমি কোন কিছুতে বিশ্বাস করি এবং আমার বিশ্বাস সত্য হয়, তাহলে কি বলা যাবে যে, আমি তা জানি? সহজ ভাষায় সত্য-বিশ্বাসকে (True belief) কি জ্ঞান বলা যাবে? যদি বলা যায়, তাহলে আমরা জ্ঞানের সহজ সংজ্ঞা দেব—জ্ঞান হল সত্য-বিশ্বাস (Knowledge is true belief) এবং জ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনার সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে।

বাস্তবিকপক্ষে, সত্য-বিশ্বাস জ্ঞান নয়। সত্যতার শর্ত ও বিশ্বাসের শর্ত যুগ্মভাবেও 'জানা'র পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient condition) নয়। সত্য-বিশ্বাস যে জ্ঞান নয়, তা দু-একটি দৃষ্টান্ত নিলেই বোঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ডঃ এস্. এন্. পোদ্দার রসায়ন শাস্ত্রের একজন কৃতী অধ্যাপক। আমার বিশ্বাস—ডঃ এস. এন. পোদ্দার শীঘ্রই জাতীয় অধ্যাপক (National Professor) হিসেবে নির্বাচিত হবেন। দেখা গেল—এক বছর পরে সত্যই ডঃ এস্. এন. পোদ্দারকে ভারত সরকার জাতীয় অধ্যাপক (National Professor) হিসেবে নিয়োগ করলেন। এর ফলে আমার বিশ্বাসটি যে সত্য তা প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন হল—একথা বলা কি সঙ্গত হবে যে, আমি পূর্বেই জানতাম যে ডঃ এস্. এন. পোদ্দার জাতীয় অধ্যাপক হবেন? নিরপেক্ষ উত্তর হল, আমি জানতাম—একথা বলা যাবে না। ভাগ্যক্রমে আমার বিশ্বাসটি (ডঃ পোদ্দারের জাতীয় অধ্যাপক হওয়া) সত্য হয়ে গেছে; এই বিশ্বাসটি মিথ্যা হতেও পারত। এক্ষেত্রে, আমি যে সময়ে ডঃ এস্. এন্. পোদ্দারের জাতীয় অধ্যাপক হওয়ায় বিশ্বাস করতাম, সেই সময়ে আমার বিশ্বাস সত্য ছিল না, পরে সত্য হয়েছে। সুতরাং বিশ্বাসের মুহূর্তে বিশ্বাসটি সত্য বা মিথ্যা কিছুই ছিল না বলে একে জ্ঞান বলা ঠিক হবে না। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে

সত্য-বিশ্বাস জ্ঞান নয়

Scanned with CamScanner

পারেন—যদি বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সত্যতা একই সঙ্গে বর্তমান থাকে, তাহলে কি সেক্ষেত্রে ঐ সত্য-বিশ্বাসকে জ্ঞান হিসেবে গণ্য করা যাবে? একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আমার জামাইবাবু ক্যান্সার (Cancer) রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন। প্রথমে জামাইবাবু গলায় কষ্ট অনুভব করতেন। তখন তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। তারপর তাঁর গলার মাংস কেটে বায়োপ্সি করে দেখা গেল সত্যই তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। এক্ষেত্রে, আমার জামাইবাবু যখনই বিশ্বাস করেছেন যে তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে, তখনই তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যাবে না যে আমার জামাইবাবু জানতেন—তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। কেননা, গলায় ক্যান্সার হয়েছে—এটি তাঁর নিছক ধারণা বা বিশ্বাসমাত্র; তিনি এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি নিশ্চিত হয়েছেন তাঁর গলার মাংস কেটে বায়োপ্সি করার পরে; তার পূর্বে তাঁর বিশ্বাসটি ছিল এক অন্ধ বিশ্বাস। কাজেই প্রশ্ন উঠবে—কখন কোন ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারে যে তার বিশ্বাস সত্য হবেই? বিশ্বাসের সমর্থনে যদি উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, তথ্য এবং যুক্তি থাকে, তবেই এই প্রকারের নিশ্চিতিবোধ জন্মায়। এই প্রসঙ্গই আমাদের বাচনিক জ্ঞানের তৃতীয় শর্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই তৃতীয় শর্ত বিশ্বাসের-সমর্থনযোগ্যতার শর্ত।

(গ) বাচনিক জ্ঞানের তৃতীয় শর্ত : বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ (Third Condition of propositional Knowledge : Sufficient evidence in favour of belief)

কোন বিষয়ে জ্ঞাতার বিশ্বাস থাকতে পারে এবং এই বিশ্বাস সত্য হতেও পারে। কিন্তু তার জন্য বলা যাবে না যে, তিনি বিষয়টি জানেন। বিশ্বাসের সত্যতা উপযুক্ত তথ্য বা যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমরা অনেক সময় আন্দাজে অনেক কাজ করি এবং তা সফলও হয়। কিন্তু তার জন্য একথা বলা যাবে না, আমাদের বিশ্বাসের সত্যতাই কাজে সফল হওয়ার কারণ। ইংরেজী 'haunch' এবং বাংলা 'অদৃষ্টের জোর' ইত্যাদি কথা উপরোক্ত বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতার বিশ্বাসকে তিনি তখনই 'জ্ঞান' হিসেবে দাবী করতে পারবেন, যখন তিনি তাঁর বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ অন্যের কাছে উপস্থাপিত করতে পারবেন।

বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য, বা যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা চাই

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যায়, ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পরে আমার বন্ধু সমরবাবু বললেন—আমি জানি যে, শ্রী পি. ভি. নরসিমহ্া রাও কংগ্রেসের দলনেতা হবেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। সত্যিই শ্রী পি. ভি. নরসিমহ্া রাও কংগ্রেসের দলনেতা হলেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। এখানে সমরবাবুর বিশ্বাসটি বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রী নরসিমহ্া রাওয়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটিকে সমরবাবুর 'জানা'—বলা যাবে না। শ্রী রাওয়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটি সমরবাবুর অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। এই বিশ্বাসের সমর্থনে

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা

Scanned with CamScanner

উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার ক্ষমতা সমরবাবুর নেই। কিন্তু একজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী বললেন ঃ আমি জানি যে পাঁচমাস পরে আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিনে দুপুর বারোটার সময় সূর্যগ্রহণ হবে এবং কলকাতা শহর থেকে তা দেখা যাবে। সত্যই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে বেলা বারোটার সময় সূর্যগ্রহণ হল; কলকাতা শহরে এই গ্রহণ দেখা গেল এবং বহু পুণ্যার্থী ঐ সময়ে গঙ্গাস্নান করলেন। এখানে মাঘী পূর্ণিমায় সূর্যগ্রহণ হওয়ার ব্যাপারটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর 'জানা' বলা যাবে। কেননা, তিনি তাঁরা বক্তব্য উপযুক্ত তথ্য এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন; পাঁচ মাস পূর্বেই তিনি অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিতে পারতেন যে আগামী মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যগ্রহণ হবে। সহজ কথায়, তিনি তাঁর বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারবেন।

উপরোক্ত শর্ত তিনটি উল্লেখ করে আমরা 'জানা' বলতে কি বোঝায়, তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে পারি ঃ—

(১) যদি জ্ঞাত বচনটি সত্য হয়,

(২) যদি জ্ঞাত বচনটির সত্যতায় জ্ঞাতার বিশ্বাস থাকে, এবং

(৩) যদি ঐ বিশ্বাসের সমর্থনে জ্ঞাতা উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত তথ্য, বা যুক্তি বা সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারেন,—তবেই 'জেনেছি'—একথা বলা যাবে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন—পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বলতে কি বুঝি? কি পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেলে তা পর্যাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে? বলা বাহুল্য, যত সাক্ষ্যপ্রমাণই আমাদের হাতে থাকুক না কেন, কোন বিশ্বাস বা বচনের সত্যতার সমর্থনে আরও তথ্য বা সাক্ষ্য পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন—পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ হল পূর্ণ বা সমগ্র সাক্ষ্যপ্রমাণ। কিন্তু পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বহু প্রচলিত এবং স্বীকৃত জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কোন কোন দার্শনিক প্রস্তাব বরেন—যে পরিমাণ তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ কোন বিষয়কে জানার পক্ষে যথেষ্ট, তাকেই পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে চক্রক দোষ দেখা দেয়। কেননা, সাক্ষ্যপ্রমাণের পর্যাপ্ততা বিচার করতে গিয়ে 'জানার দৃষ্টিভঙ্গী' থেকে 'জানার সংজ্ঞা' দেওয়ার চেষ্টা হয়। কাজেই দেখা যায়, জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কোন প্রকার জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা বলব ঃ—উপরোক্ত তিনটি শর্ত পৃথক পৃথকভাবে জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত; আর শর্ত তিনটি সংযুক্ত করলে জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত পাওয়া যায়—এমন বলা চলে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিম্নক্তো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি ঃ—

(i) বাচনিক জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত হল ঃ জ্ঞাত বচনের সত্যতা + জ্ঞাত বচনের সত্যতায় বিশ্বাস + এই বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ।

(ii) বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত হল ঃ জ্ঞাত বচনের সত্যতা, অথবা জ্ঞাত বচনের সত্যতায় বিশ্বাস, অথবা এই বিশ্বাসের সমর্থনে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ।

Scanned with CamScanner

২.২ জ্ঞানের শর্তাবলী বা বাচনিক জ্ঞানের আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত
Conditions of Knowledge or Necessary & Sufficient Conditions of Propositional Knowledge

বাচনিক অর্থে জানা বলতে বোঝায় কোন বিষয় সম্পর্কে কোন তথ্য বা বচনকে সত্য বলে জানা। কোন বচনকে আমরা জেনেছি--এ কথা কি ভাবে প্রমাণ করা যায় ? আমরা অনেক সময় অনেক কিছু জানি বলে দাবী করলেও সব দাবী যথার্থ বা বৈধ হয় না। কেউ যদি বলে যে, 'আমি জানি যে, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে', তাহলে তার এই জ্ঞানের দাবী আমরা স্বীকার করি না। এটি তার নিছক একটি বিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু কখনই একে জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয় না। কারণ, জ্ঞান হতে হলে কতকগুলি শর্ত পূরণ করা দরকার। এই শর্তগুলি যতক্ষণ পূরণ করা না হচ্ছে ততক্ষণ কোন জ্ঞান হয়েছে বলে দাবীও করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হল ঃ বাচনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কি কি শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন ? কখন বা কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ হলে বলা যাবে যে, কোন ব্যক্তির কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হয়েছে ? বাচনিক জ্ঞানের শর্ত দুরকম ঃ আবশ্যিক এবং পর্যাপ্ত।

যে শর্ত পূরণ না হলে জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না, তাকে বলে জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত। আর, যে শর্ত উপস্থিত থাকলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে বলে জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত। দার্শনিকরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনটি শর্তের কথা বলেন। এই শর্তগুলির কোন একটি না থাকলে জ্ঞান হয়েছে — এমন বলা যাবে না। শর্তগুলি হল ঃ

(১) বচনটিকে সত্য হতে হবে, (২) ব্যক্তিটিকে বিশ্বাস করতে হবে যে, বচনটি সত্য এবং (৩) এই বিশ্বাসের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ থাকতে হবে।

এই তিনটি শর্তকেই জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত বলা হয়। কারণ, এদের মধ্যে কোন একটি শর্ত উপস্থিত না থাকলে জ্ঞান হয়েছে বলা যাবে না। কোন একটি শর্ত যদি উপস্থিত থাকে, তাহলেও জ্ঞান হয়েছে বলা যাবে না। অর্থাৎ, কোন একটি শর্তকে পৃথকভাবে জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত বলা যাবে না। তিনটি শর্তের প্রতিটি যদি উপস্থিত থাকে, তবেই জ্ঞান হবে। অর্থাৎ, তিনটি শর্ত একত্রে জ্ঞানের পর্যাপ্ত শর্ত। কিন্তু প্রতিটি শর্ত বিচ্ছিন্নভাবে বা আলাদাভাবে আবশ্যিক শর্ত। শর্তগুলিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

(১) যে বচনটি জ্ঞানের বিষয় হয় সেই বচনটি যদি সত্য না হয়, তাহলে জ্ঞান হয়েছে -- এই দাবী করা যাবে না। কোন ব্যাপার বা বচনকে যখন 'জানি' বলে দাবী করা হয়, তখন সেই বচনটিকে সত্য হতে হয়। কোন বচন মিথ্যা হলে সেই বচনটিকে 'জেনেছি' বলে দাবী করা যায় না। আমি যদি বলি যে, 'আমি P নামক বচনটিকে জানি, কিন্তু বচনটি সত্য নয়'— তাহলে এটি একটি

Scanned with CamScanner

স্ব-বিরোধী কথা বলা হবে। সুতরাং, কোন বচনকে 'জানার' অর্থই হল সেই বচনকে সত্য বলে জানা। কোন বচনকে সত্য নয় বলে বিশ্বাস করার পেছনে যুক্তি থাকলে বচনটিকে 'জানার' দাবী নস্যাৎ হয়ে যাবে। কোন বচন বা ব্যাপার সত্য না হলে যেহেতু একথা বলা যায় না যে ঐ ব্যাপার বা বচনটিকে 'আমি জানি', তাই জ্ঞেয় বিষয়ের সত্যতাকে জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত বলা হয়। এই অর্থে 'জানা' নামক ক্রিয়াটি 'বিশ্বাস করা', 'মনে করা' বা 'আশা করা' ইত্যাদি ক্রিয়া থেকে আলাদা। 'বিশ্বাস করা' ইত্যাদি হল এক ধরণের মানসিক ক্রিয়া। একটি মিথ্যা বচনকে জানা সম্ভব না হলেও তাকে বিশ্বাস করা সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ, মিথ্যা বচন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস থাকতে পারে। যেমন, 'সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে'— একথা মিথ্যা জেনেও কেউ একথায় বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু একে কখনো জ্ঞান বলা যাবে না। কারণ, সত্য বচনই জ্ঞানের বিষয়। 'জানা' বলতে শুধু বিশ্বাস করা বোঝায় না; তার সঙ্গে বিষয়ের সত্যতাও জড়িত। সুতরাং বলা যায় যে, বচনের সত্যতা হল জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক শর্ত।

কিন্তু কোন বচন শুধুমাত্র সত্য হলেই বলা যাবে না, আমি সেই বচনটিকে 'জানি'। জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনেক সত্য বচন আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা সেই বচনগুলিকে 'জানি'। অর্থাৎ, সত্যতা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্ত হলেও তা পর্যাপ্ত শর্ত নয়। জ্ঞান শুধুমাত্র বিষয়ের সত্যতাকে অবলম্বন করেই উৎপন্ন হয় না। বিষয়টির প্রতি জ্ঞাতার একটি বিশেষ মনোভাব থাকা দরকার। জ্ঞাতাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, বিষয়টি বা বচনটি সত্য। জ্ঞাতার মনে এই বিশ্বাস যদি না থাকে যে, যে বচনটিকে সে জানে সেটি সত্য, তাহলে বচনটি সত্য হলেও সে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই।

(২) এই কারণে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সত্যতা ছাড়া অপর অন্য একটি শর্তের। কোন বচনকে 'জানতে' হলে বচনটিকে শুধু সত্য হলেই চলবে না, তার সত্যতা সম্পর্কে মনে বিশ্বাস থাকতে হবে। যদি কেউ বলে, 'আমি জানি যে রাম সৎ, কিন্তু বিশ্বাস করি না রাম সৎ'— তাহলে বিবৃতিটি স্ব-বিরোধী হবে। এমন অনেক ব্যাপারই আমরা বিশ্বাস করি, যাকে আমরা জানি না। কিন্তু এমন কোন ব্যাপার থাকতে পারে না যাকে আমরা সত্য বলে জানি, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করি না। কোন বচনকে আমরা বিশ্বাস নাও করতে পারি এবং সেখানে 'জানার' প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু, যেখানে কোন বচনকে 'জানি' বলে দাবী করা হয়, সেখানে বচনটিকে অবশ্যই সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। কারণ, জ্ঞেয় কোন বচনের সত্যতায় বিশ্বাস করা 'জানার' সংজ্ঞাপ্রদায়ক বৈশিষ্ট্য।

'জানার' ব্যাপারে সত্যতার শর্ত ও বিশ্বাসের শর্ত পৃথকভাবে আবশ্যিক শর্ত হলেও, একত্রে এগুলি পর্যাপ্ত শর্ত নয়। যে বচনটিকে বিশ্বাস করি সেটি যদি সত্য হয়, তাহলেও বচনটি সম্পর্কে 'জ্ঞান' হয়েছে বা বচনটিকে 'জানি'— এমন কথা বলা যায় না। তাই দেখা দরকার বাচনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য আর কোন শর্ত আছে কি না।

(৩) বাচনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তৃতীয় শর্তটি হল ঃ জ্ঞাতার বিশ্বাসের সপক্ষে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা চাই। এর অর্থ হল ঃ জ্ঞাতা কিসের ভিত্তিতে একটি বচনকে সত্য বলে বিশ্বাস করছে — তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিছক সত্য বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাবে না; কেন কোন বিশ্বাসকে সত্য বলা হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, আমি বিশ্বাস করতে পারি যে মঙ্গলগ্রহে প্রাণী আছে এবং ধরা যাক্ কালক্রমে এই বিশ্বাসটি সত্য বলে প্রমাণিত হল। তাহলে কি একথা বলা যাবে যে, বিবৃতিটি করার সময় সেটিকে আমি সত্য বলে জেনেছিলাম? বাস্তবিকপক্ষে, বিবৃতিটি করার সময় সেটিকে সত্য বলে জানার কোন উপায়ই ছিল না। বচনটিকে যখন সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল, তখন সেই বিশ্বাসটি ছিল ভিত্তিহীন; কারণ, যে সময় বচনটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা

Scanned with CamScanner

আকস্মিকভাবেই ঘটে গেছে। বিশ্বাসের মুহূর্তে বিশ্বাসটি যে নিশ্চিতভাবে সত্য হবে — এই নিশ্চিতিবোধ থাকা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিশ্বাসটিকে সত্য বলে মনে করার পেছনে যদি যথেষ্ট তথ্য বা যুক্তি থাকে তবেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে 'জানি' বলে দাবী করা যাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একজন আবহাওয়াবিদ যদি বলেন, 'আমি জানি যে, আগামীকাল বৃষ্টি হবে', তাহলে তার এই বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন বলা যাবে না। কারণ তার এই বিশ্বাসের পেছনে তথ্য বা যুক্তি আছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তিনি তাঁর এই বিশ্বাসের সত্যতাকে প্রমাণ করতে পারবেন।

সুতরাং, 'আমি কোন একটি বচনকে জানি'— একথা তখনই বলা যাবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি ঃ (১) বচনটি সত্য হয়, (২) বচনটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং (৩) বিশ্বাসের পক্ষে উপযুক্ত তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে।

দেখা যাচ্ছে যে, এই শর্তগুলির প্রতিটি আলাদাভাবে আবশ্যিক শর্ত এবং একত্রে পর্যাপ্ত শর্ত। এর অর্থ হল ঃ এই শর্তগুলির কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে জ্ঞান হয়েছে বলা যাবে না এবং এই শর্তগুলির প্রতিটিই যদি উপস্থিত থাকে তবে জ্ঞান হয়েছে বলা যাবে।

কিন্তু তথ্য বা প্রমাণ কথাটি নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তথ্য বা প্রমাণ বলতে কি বোঝায় ? তথ্য বলতে 'কিছু তথ্য' বলা যায় না। কারণ, 'কিছু তথ্য' থাকলেই যে তার ভিত্তিতে যে কোন বচনকে জানা যায় — একথা বলা যায় না। আবার, 'এ পর্যন্ত যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে' ততটুকু পেলেও তা আমাদের 'জানার' পক্ষে সহায়ক হবে না; কারণ সেগুলি 'জানার' পক্ষে পর্যাপ্ত শর্ত নাও হতে পারে। আসলে, পর্যাপ্ত তথ্য বলতে কি বোঝায় সেকথা পরিষ্কার নয়। অনেকে বলতে পারেন যে, পর্যাপ্ত তথ্য হল সম্পূর্ণ তথ্য বা যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে ততটুকু। কিন্তু এই অর্থে খুব কম বচনের সত্যতাকে 'জানা' সম্ভব। কারণ, কোন বচনকে 'জানার' ক্ষেত্রে কতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যাপ্ত হবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট বিভ্রান্তি থেকে যায়। যতই সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাক্ না কেন, ততই মনে হতে পারে যে, আরো সাক্ষ্য প্রমাণ আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা কখনই সম্ভব নয়। তাই অনেকে এক্ষেত্রে 'উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের' কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন্ প্রমাণকে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বলা হবে সে বিষয়েও বিতর্ক হতে পারে। যদি বলা হয়, সেই প্রমাণই হল উপযুক্ত যা আমাদের জানতে সাহায্য করে, তাহলে চক্রক দোষের উদ্ভব হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের পর্যাপ্ততাকে যদি কঠোরভাবে বিচার করা হয়, তাহলে 'জানা' কথাটিকে যে অর্থে গ্রহণ করা হয়, নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে তাকে সেই অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। এখানে প্রথম ক্ষেত্রে 'জানা' কথাটিকে 'সবল অর্থে' (strong sense) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'দুর্বল অর্থে' (weak sense) ব্যবহার করা হয়েছে।

এজন্য অনেক দার্শনিক মনে করেন যে, 'জানা' পদটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ সবল ও দুর্বল। যেখানে বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ়, অর্থাৎ বচনটির সপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ আছে, সেখানে 'সবল' অর্থে বা দৃঢ় অর্থে বচনটিকে 'জানি' বলা যায়। এরকম ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর, যেখানে বচনটির সপক্ষে তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমাণ থাকলেও তা দিয়ে বচনটির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না, সেখানে বচনটিকে আমরা 'দুর্বল' অর্থে 'জানি' বলা হয়।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা 'জানা' কথাটিকে সাধারণতঃ 'দুর্বল' অর্থে ব্যবহার করে থাকি। কারণ, প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অনেক বিষয়কে জানলেও তাদের নিশ্চিতভাবে 'জানি'— একথা বলা যায় না। তবে দার্শনিকরা 'জানা' কথাটিকে 'সবল' অর্থেই ব্যবহার করতে চান, যদিও এ ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

Scanned with CamScanner